নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

'ঢাবি' সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও কিছু বার্তা

প্রকাশ | ২৩ অক্টোবর ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট: ২৩ অক্টোবর ২০১৮, ০১:৩৪

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

রাষ্ট্রপতি দেশের সরকারি-বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে প্রায় সব সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রবীণ ও তৃণমূল থেকে উঠে আসা অত্যন্ত জনগণপ্রিয় রাজনীতিবিদ মো. আবদুল হামিদ। তিনি ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার আগে তিনি নবম জাতীয় সংসদে চার বছরের ওপর জাতীয় সংসদের স্পিকার

পুরোনো ছবি

ছিলেন। তিনি একেবারেই মাটির মানুষÑ সাদাসিধা জীবনযাপনের সঙ্গে হাস্যরসিকতায় অনন্য। তিনি যখনই কোনো জায়গায় বক্তব্য রাখেন অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আঞ্চলিক ভাষায় বক্তব্য রাখেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমাবর্তনেও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে যেসব বক্তব্য রাখেন তারই মধ্য দিয়ে রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং দেশের অন্যান্য সমস্যার বিষয় তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন, যেগুলো অনেকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন।

অনেকেই হয়তো তার হাস্যরসিকতার মধ্যে যে ধরনের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তা ধরতে পারেন না। তবে আমি তার বক্তব্য, বিশেষ করে সমাবর্তনগুলোয় প্রদেয় বক্তব্যের কোনো জায়গাকে রূপক হিসেবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করি। মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তনে বক্তব্য রাখেন। আমি মনোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শুনেছিলাম। পরের দিন দেশের সব পত্রিকা ও টেলিভিশন ফলাও করে তার বক্তব্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরেছিল।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের একপর্যায়ে তার স্বভাবসুলভ হাস্যরসের মাধ্যমে, তার মতে ষড়যন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী ও জাতিসংঘের গুড উইল অ্যাম্বাসেডর প্রিয়াংকা চোপড়ার বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শিশুদের অবস্থা দেখার জন্য সফরের কথাও বলেন। আরও বলেন, সে তার সঙ্গে বঙ্গভবনে দেখা হওয়ার কথা থাকলেও কেন দেখা হয়নি তাও বেশ রসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। সঙ্গে প্রিয়াংকা চোপড়া কেন তার চেয়ে বয়সে ছোট নিক জোন্সকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন সে কথাও বললেন। দেশ ছেড়ে সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে কেন, এখানে নয় কেনÑ সে প্রশ্নও রাখলেন।

তার এ বক্তব্য তিনি হয়তো হাস্যরস সৃষ্টির জন্য করেছিলেন, তবে এই বক্তব্যের নানা ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে এ বক্তব্যকে 'রূপক; হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছি। আমার মতে, যে বার্তা তিনি এই সমাবর্তনে দিলেন তা হয়তো ছিল যে, দেশ ছেড়ে বিদেশ গিয়ে নিজের দেশকে সেবা না দিয়ে অন্য দেশকে সমৃদ্ধ কেন করা?

দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা এই উপমহাদেশেই খুব বেশি। বাংলাদেশ ক্রমেই এ বিষয়ে শীর্ষ দেশে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা নেতানেত্রীরা কখনই দেননি। ওইদিন সমাবর্তনের হাজার হাজার উচ্চশিক্ষার্থী যারা উপস্থিত ছিলেন, এ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কী তার উত্তর কেউ-ই দিতে পারবেন না। চাকরি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের প্রবেশের সুযোগ ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। যে কারণে সরকারি চাকরি পাওয়ার আশায় কোটাবিরোধী রক্তাক্ত আন্দোলনেও নামতে হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোরও কোনো করপোরেট ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি বিধায় এসব চাকরি যেমন কম, তেমনি ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নেই। এমনকি বেসরকারি সিংহভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বজনপ্রীতির কারণে অথবা খামখেয়ালি ব্যবস্থাপনার কারণে মেধাবী শিক্ষকরা টিকতে পারছে না। কাজেই মেধা পাচার হচ্ছে দেদার। তা ছাড়া বিদেশের নাগরিক হয়েও যখন দেশের অন্যান্য সুবিধা এমনকি রাজনীতি করা, প্রার্থী হওয়া এবং ভোটার হওয়া যায় তা হলে আর সমস্যা কোথায়? এ দেশে ট্যাক্স না দিয়েও এখানকার নাগরিকত্ব বজায় রাখা যায়। কাজেই বিদেশে যাওয়ার 'পুশ' এবং পুল দুটোই এ ক্ষেত্রে কাজ করছে। বাংলাদেশেও ভালো মনমানসিকতার ব্যক্তিদের যেমন অভাব নেই, তেমনি ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগা লোকেরও অভাব নেই। তবে প্রিয়াংকা চোপড়ারা সে পর্যায়ে না পড়লেও ভারতে এক সময় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল প্রবল, যা অনেকাংশে কমে আসছে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে।

আজ থেকে বিশ বা পঁচিশ বছর আগে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিদেশে এমনই মেধা পাচার হচ্ছিল, যা এখন অনেক হ্রাস পেয়েছে। এর প্রধান কারণ কয়েকটি ঘনবসতি রাজ্যের যেখানে উচ্চশিক্ষিতের হার বেশি, যে কয়েকজন দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতার দূরদর্শিতার কারণে এদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার নাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাত হয়েছে তিনি হলেন তেলেগু দেশাম পার্টির নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি কর্নাটকের বিশ্ব আইটি 'হাব' বলে পরিচিত ব্যাঙ্গালুরুকে চ্যালেঞ্জ করে অন্ধ্রপ্রদেশের তৎকালীন রাজধানী (বর্তমানে তেলেঙ্গানার রাজধানী) হায়দরাবাদকে আইটি 'হাব' তৈরি করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, যা এখনো বহাল রয়েছে। চন্দ্রবাবু নাইডু ১৯৯৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দুবার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই দশ বছরে তিনি শিক্ষিত এবং কম শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জন্য ব্যাংকঋণ উন্মুক্ত করে আইটিতে লগ্নি করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এই দশ বছরের মধ্যেই ওই রাজ্যে শিক্ষিতের হার বেশি হলেও শিক্ষিত বেকারের হার কমতে থাকে। এসব তরুণ চাকরির জন্য সরকার বা বড় কোম্পানির মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বউদ্যোগে আইটি ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ হায়দরাবাদ শহর ভারতের সবচেয়ে বড় আইটি হাব। বিদেশে পাড়ি জমানো বহু ভারতীয় এখন দেশে এই সেক্টরে লগ্নি করছে। এসব কারণেই ১৯৯৯ সালে বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন তাকে 'ম্যান অব দি এশিয়া' টাইটেল প্রদান করে।

বাংলাদেশ আইটিতে অনেক এগিয়েছে কিন্তু এত শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর জন্য এই সেক্টর স্বনির্ভর আন্তর্জাতিক ব্যবসার তেমন সুযোগ করে দেয়নি। যেমনটা ভারতের চন্দ্রবাবু নাইডু কর্নাটকে করেছেন।

এ শতাব্দী এবং আগামী শতাব্দী হবে আইটি বিশ্ব। বাংলাদেশও হতে পারে নতুন আইটি হাব। এমন সেক্টরে কেন আমাদের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা সহজে বেসরকারিভাবে প্রবেশ করতে পারছে না তা ভেবে দেখা উচিত। এখানে প্রয়োজন সরকারের সহযোগিতা ও দূরদর্শিতা। আমাদের ব্যাংকগুলো থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হচ্ছে কিন্তু ছোট ছোট লগ্নিতে সহজে ঋণ পাওয়া যায় না। এমনি আরও বহু সেক্টর রয়েছে, যেখানে আমাদের বিদেশে নাগরিক হওয়া বাংলাদেশিরা লগ্নি করতে উন্মুখ কিন্তু নানাবিধ কারণে তারা বিমুখ।

বিষয়গুলো অবশ্যই নীতিনির্ধারকদের খতিয়ে দেখা উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি 'ডাকসু' নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক তুলে ধরেছেন। আমার মতে, এই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যে কথাটি তার মতো করে বলেছেন তা খুব নতুন বিষয় নয়। এ দেশের নাগরিক সমাজ বহুদিন থেকেই আওয়াজ তুলেছে, 'রাজনীতি এখন রাজনীতিবিদদের হাতে নেই।' অবশ্য এর জবাবে অনেকেই বলেছিলেন, এ ধরনের সেøাগান বি-রাজনীতিকরণের প্রচেষ্টা (বি-রাজনীতিকরণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয়তো নতুন পরিভাষার সংযোজন)। রাষ্ট্রপতিও যা বলেছেন সেটাও একই কথা। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, রাজনীতিতে এখন রাজনীতিবিদ ছাড়া সবার বিচরণ। বিশেষ করে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের প্রবেশ। তাদের সঙ্গে জনগণের কোনো যোগাযোগ নেই। একই সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের সরকারি আমলাদের উচ্চাভিলাষ থেকে ক্ষমতার মধ্যে থাকতে রাজনীতি এবং নির্বাচনের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টিও উপমা দিয়ে বলেছেন। রাষ্ট্রপতি যা এখন স্পষ্ট করে বলেছেন তা তো একেবারেই দিবালোকের মতো সত্য। এক বেসরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ৩০০ আসনের, এমনকি সংরক্ষিত মহিলা আসনও, প্রায় অর্ধেকের বেশি সংসদ সদস্য রয়েছেন রাজনীতির সঙ্গে কস্মিনকালেও সম্পর্ক ছিল না বা রয়েছে এমন ব্যক্তিরা। এই অনুপ্রবেশের সূচনা হয় জেনারেল জিয়া এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমল থেকে যা এখন সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই ব্যাধি এখন শুধু প্রকৃত রাজনীতিবিদকেই নয়, বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনাকে তছনছ করে দিয়েছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নব্বইয়ের আন্দোলনে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশা করা হয়েছিল তা এখন সুদূরপরাহত। রাজনীতি এবং নির্বাচন এখন টাকা আর মাসলম্যানদের হাতের পুতুল হয়েছে যে, সাধারণ রাজনীতিবিদরা নির্বাচনকে দুঃস্বপ্ন মনে করেন। ২ থেকে ৬ কোটি বা তার বেশি টাকা ব্যয় ছাড়া নির্বাচন সম্ভব নয় বলে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদরাও মনে করেন। এই প্রতিযোগিতার সূত্রপাত স্বৈরাচার বলে পরিচিত সরকারের পতনের পর শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে মাগুরার উপনির্বাচন দিয়ে। তার পর বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতাই শুরু হয়েছিল যা এখন এমন আকার ধারণ করেছে যে, তা রাখঢাক ছাড়াই রাষ্ট্রপতির মুখে উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি সাবেক আমলাসহ অন্যান্য উচ্চ পদের সরকারি কর্মকর্তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের তোড়জোড়ের কথা বেশি করে বলেছেন। অবশ্য রাজনীতিতে সবারই প্রবেশাধিকার রয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে জনগণ এবং রাজনীতির সঙ্গে বেশ দীর্ঘ সময় কাটানোর প্রয়োজন রয়েছে। অবসরে যাওয়ার কয়েক বছর আগে থেকেই, যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, নিজের আসন পাকাপোক্ত করতে সরকারি টাকা বিতরণ ও বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ক্ষেত্র তৈরি করেন। তার পরও প্রশ্ন থাকে যে, নির্বাচনের মাঠে এত টাকার ছড়াছড়িতে জোগান দেন কীভাবে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, শীর্ষ পর্যায় থেকে মধ্যম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের এ ধরনের সংশ্লিষ্টতা প্রশাসনকে পক্ষপাতদুষ্ট হতে অনুপ্রাণিত করে।

যাহোক রাষ্ট্রপতি সঠিকই উপলব্ধি করেছেন, এদের উচ্চাভিলাষ রাজনীতি থেকে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের কোণঠাসা করছে এবং রাজনীতি ও নির্বাচনের সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকে ত্বরান্বিত করছে। এ উপলব্ধি থেকেই ২০০৭-০৮ সালে আরপিও সংশোধনীকালে সব দলের সম্মতিতেই নমিনেশন পাওয়ার উপযুক্ত হতে ন্যূনতম ৩ বছর ওই দলের সদস্যপদে থাকার বিধান যুক্ত করা হয়েছিল। প্রথম খসড়ায় ন্যূনতম ৫ বছরের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর সুপারিশে ৩ বছর বহাল রাখা হয়েছিল, যাতে 'মনোনয়ন বাণিজ্য' ও হঠাৎ 'মনোনয়ন' নিয়ে টাকার খেলা থেকে বিরত রাখা যায় (জচঙ-১৯৭২; ঝবপঃরড়হ ১২(র) (ল)) আরপিওর এই উপধারাটি পরে ২০১৩ সালে সংসদের মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। (অসবহফসবহঃ অপঃ ২০১৩ অপঃ ঘড় খও ড়ভ ২০১৩)। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপধারা কেন বাতিল করা হয় তার ব্যাখ্যা কোনো দল বা সংসদ সদস্য, এমনকি তৎকালীন স্পিকার এবং তৎকালীন নির্বাচন কমিশন থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এই সংশোধনীর কারণে পূর্ববৎ অবস্থা ফিরে আসে, যার ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচনেও বহু ধনাঢ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত হতে দেখা যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন এখনো হয়নি। তাই আগামী নির্বাচনে যে আরও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের মাঠে দেখা যাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

অপরদিকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিক মনোনয়ন পাওয়ার প্রক্রিয়ায় কিছু সময়ের নিষেধাজ্ঞার বিধান করা [১২(ও) (ভ), (ম) (য)] এখনও বলবৎ রয়েছে। এই উপধারা মোতাবেক রাজনৈতিক দলের মনোনয়নপ্রাপ্তির জন্য অবসর গ্রহণ করতে ৩ বছর এবং ক্ষেত্রবিশেষে ৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবত রয়েছে। তবে অসমর্থিত তথ্যে প্রকাশ যে, এ বাধ্যবাধকতাও তুলে দিতে দেনদরবার চলছে। এমনটা হলে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের জায়গা আরও সঙ্কুচিত হবে।

রাষ্ট্রপতির অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দল ও নীতিনির্ধারক রাজনীতিবিদের ওপরই বর্তায়। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করতে হলে টাকার খেলা, পেশিশক্তির সমাবেশ এবং ভোট ডাকাতির মতো বিষয়গুলোকে কমাতে হলে আরপিওর বিলুপ্ত ধারা ১২(১) (জে) পুনঃস্থাপন করা আবশ্যক এবং এখানে ৩ নয় ৫ বছরের সময়ের বাধ্যবাধকতা সংযোজন পুনঃস্থাপন করলে হয়তো এ প্রবণতায় ভাটা পড়বে। এমনকি মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোও মুক্তি পেতে পারে। এখনই সময় নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে সামনে রেখে এ ধারা এবং উপধারা সংস্কার করতে জোর সুপারিশ এবং সংসদ দ্বারা পুনর্বহালের প্রয়াস নিতে পারে। অন্যথায় রাষ্ট্রপতির আকুতি আকুতিই থেকে যাবে। মো. আবদুল হামিদ এমন একজন ব্যক্তি যিনি শুধু রাষ্ট্রপতিই নন, এ দেশের অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিবিদ, যিনি রাজনীতির অলিগলি দিয়ে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এ পর্যায়ে এসেছেন। তার এই আকুতি সংশ্লিষ্ট সবার গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করা উচিত।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন : সাবেক নির্বাচন কমিশনার, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও কলাম লেখক

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

---

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি